Buddhist Concept of Nairātmyavāda
Shiben Kumar Sarkar
Course Materials for Sem-I Major/DS Course
Code: PHIL1011
***

বৌদ্ধমতে 'সর্বম অনিত্যম' অর্থাৎ সবকিছু অনিত্য। কেননা বৌদ্ধমতে স্বলক্ষণই হচ্ছে সত্তা আর যা কিছু অর্থক্রিয়াকারিত্বযুক্ত তা স্বলক্ষণ। কাজেই সব কিছু যদি অনিত্য হয় তাহলে তা স্বলক্ষণ যুক্ত হবে। আর স্বলক্ষণ যুক্ত হলে তা অর্থক্রিয়াকারিত্ব হবে। এইভাবে বৌদ্ধ দার্শনিকরা সিদ্ধান্ত করেন যে অর্থক্রিয়াকারির অতিরিক্ত সত্তা বলে কিছু নেই। সাধারণত গুণের আধার রূপে স্থায়ী-দ্রব্য স্বীকৃত হয় আর মানসিক আস্থার আধার রূপে আত্মারূপ দ্রব্য (soul substance) কল্পিত হয়। ভারতীয় বৈদিক দর্শন সম্প্রদায়ের মত অনুসারে যা কিছু অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা এবং দেহ ভিন্ন ও চৈতন্যস্বরূপ তাই হল আত্মা। আত্মা দেহ ভিন্ন। কেননা দেহের পরিবর্তন হয় কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়। তাই আত্মা অনিত্য হয় না। তাই এই সমস্ত বৈদিক দর্শন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত হল –

'ন হন্যতে, হন্যমানে শরীরে।'

বৌদ্ধদার্শনিকরা উপনিষদউক্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের আত্মাতত্ত্ব মানেন না। বৌদ্ধদার্শনিকরা বলেন বৈদিক দার্শনিক সম্প্রদায় এবং তদ্অনুসরণকারী দর্শন সম্প্রদায় যে স্থির চৈতন্যস্বরূপ কিংবা চৈতন্য-বিশিষ্ট আত্মাতত্ত্বের কথা বলেন তা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয় না তাই বৈদিক- দর্শনসমর্থিত আত্মাতত্ত্ব গ্রহনযোগ্য নয়। যদিও এখানে পূর্বপক্ষীরা (বৈদিক দার্শনিকরা) বলতে পারেন যে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), স্মৃতিজ্ঞান (memory); যেকোনজ্ঞান ক্রিয়া জন্মান্তর এবং কর্মবাদ মানতে গেলে একটি স্থির চৈতন্যস্বরূপ অথবা চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মা নামক সত্তা মানতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধরা বলেন উক্ত আত্মাতত্ত্ব না মেনেও এসব ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কাজেই প্রত্যভিজ্ঞা-স্মৃতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আত্মা নামক স্থির কোন কিছু একটা মানতে হবে তার কোন মানে নেই।

সন্তানবাদী মতবাদ অনুসরণ করে বৌদ্ধ দার্শনিকরা সিদ্ধান্ত করেন যে, যা কিছু মানসিক ও বাহ্যিক সত্তা তা হল সন্তান- প্রবাহের ফল। অন্যদিকে, সংঘাতবাদ অনুসারে মানসিক এবং বাহ্যিক সত্তা হচ্ছে সংঘাত বা দার্শনিকরা তাদের নৈরাত্ম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধা দার্শনিকরা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে আন্তর-জগতে কোন স্থায়ী পদার্থ, স্থায়ী জ্ঞাতা, স্থায়ী আত্মা বলে কোন কিছু নেই। আন্তর জগৎ পর্যবেক্ষণ করলে আমরা পাই কতকগুলি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানগুলি আছে আত্মা নামক দ্রব্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু বৌদ্ধদার্শনিকরা পুদগল

নৈরাত্ম্যবাদ সমর্থন করে সিদ্ধান্ত করেন যে এইরকম কোন আত্মা নামক দ্রব্যের সাক্ষাৎ করে সিদ্ধান্ত করেন যে – অনুভূত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থায়ী বাহ্য দ্রব্যও নেই।

বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ একদিকে যেমন উপনিষদ উক্ত স্থায়ী আত্মাতত্ত্বকে অস্বীকার করেন আবার অন্যদিকে তাঁরা দেহাত্মবাদকেও অস্বীকার করেন। সাধারণ আত্মা বলতে অজড় বা চেতন দ্রব্যকেই (self-substance বা soul-substance) বোঝানো হয়। কিন্তু বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ অনুসারে অজড় দ্রব্যের সত্তা বিরোধী তত্ত্বের কথাই ঘোষণা করা হয়। বৌদ্ধরা আরও বলেন প্রত্যক্ষের অনুভূত সংবেদন (sensation), অনুভূতি (feeling) এবং চিন্তা (thought) আশ্রয়-রূপী স্থায়ী আত্মা দ্রব্য সৎ নয়, অর্থাৎ এই স্থায়ী দ্রব্যের অসত্তা প্রমাণ করতে গিয়ে বৌদ্ধরা বলেন যা কিছু অনুভূত বিষয় তা একদিকে রূপ রস প্রভৃতির সংবেদন বা sensation-এর ফল, অন্যদিকে সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বিষয় বা reflection এর ফল। এইভাবে বৌদ্ধরা ক্ষণিক ও নিত্য পরিবর্তনশীল অনুভূতি (sensation and reflection) অতিরিক্ত স্থায়ী আন্তর দ্রব্য হল অসৎ।

বৌদ্ধ দার্শনিকরা মনে করেন, তথাকথিত যে আত্মা তা হল সংবেদন এবং reflection- সমূহের সংঘাতের ফল। এইভাবে রূপ এবং নামরূপ পঞ্চ স্কন্ধের ফলই হল আত্মা। বৌদ্ধ পরিভাষায় দৈহিকঅবস্থা সমূহকে সম্মিলিত ভাবে রূপ এবং বেদনা সংস্কার, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, প্রভৃতি মানসিক অবস্থা সমূহকে সম্মিলিত ভাবে নাম আখ্যা দেওয়া হয়। এই ভাবেই দৈহিক এবং মানসিক অবস্থা সমূহের সংঘাতই হল নামরূপ। আর আত্মা নামরূপের সংঘাতের অতিরিক্ত কিছু নয়, তাই দৈহিক ও মানসিক অবস্থা সমূহের সংঘাতকেই mind-body complex বা psycho-physical organism আখ্যা দেওয়া হয়। এই mind body complex-ই হল – আত্মা। আর mind body complex গঠিত হয় পঞ্চস্কন্ধ দিয়ে। আর পঞ্চস্কন্ধগুলি হল — রূপ স্কন্ধ,বিজ্ঞান স্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ। সাধারণভাবে বিজ্ঞান মানে হল আত্ম-সংবেদন (self-consciousness)। 'বেদনা' মানে হল প্রত্যক্ষণ (perception) এবং 'সংস্কার' মানে মানসিক-প্রবণতা (mental disposition)। যদিও ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধগণ বলেন 'কাল' কে ছাড়া নৈরাত্ম্যবাদ বোঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ 'কাল' পরিবর্তন ক্ষণিকতা, ইত্যাদি হল একে অপরের পরিপূরক। অন্যদিকে সংঘাতবাদী বৌদ্ধরা বলেন সংঘাতরূপ আত্মা একটি ক্ষণের বেশী স্থায়ী হয় না; কেননা সংঘাত হল নিত্য পরিবর্তনশীল আর নিত্য পরিবর্তনশীল সংঘাত রূপ আত্মাকে সন্তান flux বা ধারা series আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আত্মা হল series of consciousness বা সন্তান-প্রভাহ।

বৌদ্ধদার্শনিকরা তাই মনে করেন নাম-রূপাত্মক আত্মা ক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল, কেননা আত্মার উপাদান সমূহ পরস্পর স্বলক্ষণযুক্ত আর স্বলক্ষণযুক্ত বলেই সেইগুলি ক্ষণিক এবং পরিবর্তনশীল তাই আত্মার

উপাদানসমূহ একটা ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বিনষ্ট হওয়ার মুহূর্তে অন্য আর একটি সদৃশ উপাদান উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রতিটি উপাদানই স্বলক্ষণযুক্ত হওয়ায় পরস্পর ক্ষণিক এবং অর্থক্রিয়াকারিযুক্ত। এইভাবে নামরূপাত্মক নিত্য পরিবর্তনশীল psycho-physical organism রূপ আত্মাকে সন্তান প্রবাহ বলেই ব্যাখ্যা দিতে হয়।

পূর্বপক্ষীরা (ন্যায়, বেদান্ত) বৌদ্ধদের নৈরাত্মবাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলেছেন। যদিও আপত্তিগুলির উত্তর পরবর্তীকালে নব্য- বৌদ্ধ দার্শনিকরা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আপত্তিগুলি নিম্নরূপ –

(১) পূর্ব পক্ষীরা বলেন যদি নিত্য পরিবর্তনশীল ক্ষণিক অবস্থা সমূহের সংঘাতেপ্রবাহ মাত্রই আত্মা হয়,) যা কিনা একক্ষণে থাকলেও পরক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যায় তার সদৃশ অন্য আত্মা উৎপাদন করে তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition), স্মৃতিজ্ঞান (Memory) এমনকি যেকোন কোন ক্রিয়া, জন্মজন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ধারনা কিভাবে উৎপন্ন হতে পারে? সোজাকথায় পূর্বপক্ষীদের আপত্তি হল স্থায়ী আত্মা না মানলে এই সব ব্যাপার কিভাবে ব্যাখ্যাত হবে? এই আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে নব্য বৌদ্ধবাদীরা বলেন, আমরা যে বস্তু পূর্বে অনুভব করেছি তাকে বর্তমান কালে প্রত্যক্ষ করে 'ইহা সেই বস্তু' এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। কিন্তু পূর্বপক্ষীরা বলতে পারেন বাহ্য এবং আন্তর দ্রব্য দুটি স্থায়ী সৎ হলে "ইহা সেই বস্তু" – এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। কিন্তু পূর্বপক্ষীরা বলতে পারেন বাহ্য এবং আন্তর দ্রব্য দুটি স্থায়ী সৎ হলেই "ইহা সেই বস্তু" – এইরূপ জ্ঞান হতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রে যে জ্ঞাতা পূর্বে বস্তুকে অনুভব করেছে সেই জ্ঞাতা পরে সেই বস্তুকেই প্রত্যক্ষ করছে এইক্ষেত্রে জ্ঞাতা দুটি অভিন্ন হওয়া দরকার। তাছাড়া যে বস্তুটি পূর্বে অনুভূত হয়েছিল এবং যেটি পরে অনুভূত হচ্ছে সেই দুটি বস্তুও অভিন্ন হওয়া দরকার। অর্থাৎ বৌদ্ধবাদীরা বলেন সবকিছুই স্বলক্ষণ হওয়ায় জ্ঞাতা বা বস্তু যা পূর্বে অনুভূত হয়েছে তা পরক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় বস্তু বা জ্ঞাতার অভিন্নতা সম্ভব নয়। কাজেই "ইহা সেই বস্তু" রূপ প্রত্যাভিজ্ঞা হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে নব্যবৌদ্ধবাদীরা বলেন প্রত্যভিজ্ঞা নামক জ্ঞানটি ভ্রান্ত বাদ আসলে যা কিছু সৎ তাই ক্ষণিক হওয়ায় কোন বস্তুই অভিন্ন হতে পারে না। ফলে জ্ঞাতাও অভিন্ন হতে পারে না। কাজেই পূর্বপক্ষীরা প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে জ্ঞাতাকে যে অভিন্ন বলে তা অভিন্ন নয় সদৃশ মাত্র। তথাকথিত প্রত্যাভিজ্ঞা স্থলে সদৃশকে অভিন্ন বলার ফলেই এই ভ্রান্তি ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

(২) পূর্বপক্ষীরা বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্যবাদের বিরুদ্ধে বলেন যে, বৌদ্ধদের নৈরাত্মবাদ মানলে স্মৃতিরূপ জ্ঞানের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না কেননা স্মৃতির ক্ষেত্রে স্মৃতির অনুভব কর্তা ও স্মরণ কর্তা অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। কেননা যে অনুভব করে সেই স্মরণ করে ফলে অনুভব কর্তা ও স্মরণ কর্তা অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। অথচ বৌদ্ধরা সবকিছুকে স্বলক্ষণ বলায় অনুভবকর্তা এবং স্মরণকর্তা অভিন্ন হতে পারে না ফলে নৈরাত্ম্যবাদ মানলে স্মৃতি

জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। নব্য বৌদ্ধবাদীরা বলেন পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থার ধারাবাহিকতা মেনে নিয়ে স্মৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাঁদের মতে প্রতিটি অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হওয়ার পরক্ষণে বিনষ্ট হলে পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার সংস্কার থেকে যায়। এইভাবে পূর্ববর্তী সংস্কার পরবর্তী আত্মাতে সংক্রামিত হওয়ায় স্মৃতিজ্ঞান সম্ভব হয়।

(৩) বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী আত্মাতত্ত্ববাদীরা আপত্তি তুলে বলেন যে, বৌদ্ধদের নৈরাত্ম্যবাদ মানলে কর্মবাদ এবং জন্মজন্মান্তরবাদ মতবাদ দুটি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা সবকিছুই যদি স্বলক্ষণযুক্ত হয় এবং স্থায়ী আত্মা বলে কোন কিছু না থাকে তাহলে যে কর্মকর্তা কর্ম করছে সেই কর্মকর্তা তার কর্মফল ভোগ করবেন কিভাবে? এর উত্তরে নব্য বৌদ্ধবাদীরা বলেন তথাকথিত পূর্বপক্ষীরা একএকটি 'সন্তান'কে একত্র কটি স্থায়ী আত্মারূপ ভ্রান্ত ধারণা স্বীকার করে। কিন্তু বৌদ্ধরা বলেন পূর্বপক্ষীদের অভিন্নতা অর্থে ঐক্যকে মানেন না। তাঁদের মতে ধারাবাহিকতায় ঐক্য। এইভাবে একই সন্তান – এ বিভিন্ন ব্যক্তি বা সন্ততির (member বা individual) ধারাবাহিকতার সেই সন্তান রূপ আত্মার ঐক্য। ঐক্যের দ্বারাই স্মৃতিজ্ঞান, ধারাবাহিক জ্ঞান, কর্ম বিধির স্মৃতি কোণ, ধারাবাহিক জ্ঞান, কর্ম বিধির সার্থকর্তা জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বলে নব্য বৌদ্ধ দার্শনিকগণ মনে করেন। নব্য বৌদ্ধবাদীরা আরো বলেন ব্যবহারিকভাবে যাদের দুটি ভিন্ন আত্মা বলা হয় তারা বস্তুত: দুটি 'সন্তান'। যেমন –

(i) $ক_১$, $ক_২$, $ক_৩$ ...

(ii) $খ_১$, $খ_২$, $খ_৩$ – এই হল দুটি সন্তানের দৃষ্টান্ত। যদিও $ক_১$, $ক_২$, $ক_৩$ ... এবং $খ_১$, $খ_২$, $খ_৩$ ... এরা অভিন্ন নয়। তেমনি তাঁরা একই সন্তানের অন্তর্গত হওয়ায় ভিন্নও নয়। প্রথম সন্তানের যেকোন ব্যক্তি দ্বিতীয় সন্তানের যেকোনও ব্যক্তি থেকে যে অর্থে ভিন্ন, সেই অর্থে কোন একটি সন্তানের বিভিন্ন ব্যক্তি একে অন্য থেকে ভিন্ন নয়। এই ভাবে বিভিন্ন আত্মার ভেদ উৎপন্ন হয়। নব্য বৌদ্ধবাদীরা আরও বলেন একই সন্তানের কোন ক্ষণের ব্যক্তি, ধরা যাক $ক_১$ তার পূর্বক্ষণের ব্যক্তি, ধরা যাক $ক_২$ আইন সম্মত প্রতিনিধি ফলে একই সন্তানের পূর্বক্ষণের ব্যক্তির বা আত্মার অনুভবের ফলে ঐ সন্তানের পরবর্তী কোন ক্ষণের ব্যক্তির স্মৃতি কোন হতে পারে একই ভাবে একই সন্তানের পূর্বক্ষণের কোন ব্যক্তি ভোগ করতে পারেন। এই ভাবে একই সন্তানের বিভিন্ন সন্ততির বা ব্যক্তির যে ধারাবাহিকতা তার সাহায্যেই নব্য বৌদ্ধবাদীরা কর্মবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। কাজেই বৌদ্ধগণ আত্মার স্থির ঐক্য না মেনেও সন্তানেরপ্রবাহ মান্যতার সাহায্যে পূর্ব পক্ষীদের সমস্ত আপত্তি নিরস্ত্র করেছেন।

একই ভাবে বৌদ্ধরা জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নব্য বৌদ্ধবাদীরা বলেন প্রতি মুহূর্তেই মানুষের জন্মান্তর ঘটছে। ফলে কোন একটি ক্ষণের মানুষ দ্বিতীয় ক্ষণে থাকে না এখানে বৌদ্ধ দার্শনিকরা দীপ শিখার উপমা ব্যবহার করেছেন। তারা বলেন একটি দীপের শিখা থেকে যেমন অন্য আর একটি দীপ জ্বালানো যায় সেইরূপ একটি সন্তানরূপ মানুষের কর্মের ফল পরবর্তী কালে নতুন আর একটি সন্তানের সংক্রমিত হয়। এইভাবে একটি সন্তানের পূর্ব ক্ষণের সন্ততির চরিত্র character বা disposition(প্রবনতা) বা শক্তি পরক্ষণে সন্তানক্রমে সংক্রমিত হয় এই ভাবে প্রথম সন্তানের শেষ ক্ষণের সন্ততির চরিত্র প্রবণতা বা শক্তি দ্বিতীয় সন্তানের প্রথম ক্ষণের সন্ততিতে বর্তায়। এইভাবে প্রথম সন্তানের শেষ ক্ষণের সন্ততির চরিত্র প্রবণতা বা শক্তি দ্বিতীয় সন্তানের প্রথম ক্ষণের সন্ততিতে বর্তায়। এই ভাবে দুটি ভিন্ন সন্তানের মধ্যে একপ্রকার ধারাবাহিকতা জন্মায়। ফলস্বরূপ জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা সম্ভব হয়।